20

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 NOV 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

সরকার যুগোপযোগী ও জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সরকার যুগোপযোগী, বাস্তবধর্মী ও জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে কাঙ্ক্ষিত মানব সম্পদে পরিণত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। খবর বাসস'র।

'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ' '৯৬'র সমাপনী দিবসে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতিকে শিক্ষিত করা গেলে দেশের জনগণ সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠবে এবং অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হবে। সর্বোপরি দেশ স্বনির্ভর হবে।

গতকাল ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে

১৫-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী, এ এস এইচ কে সাদেক, শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশা ও অতিরিক্ত সচিব অধ্যাপক ডঃ তাহমিনা হোসেনও বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ, সংসদ সদস্য, কূটনীতিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-ছাত্র ও অভিভাবকগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে জাতি শিক্ষাকে যথাযথ সম্মান ও গুরুত্ব দেয় সে জাতির অগ্রগতি, সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত। শিক্ষাকে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সোপান বর্ণনা করে তিনি বলেন, জাতি এই সোপানে আরোহণ করে তার মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২৫ বছর আগে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও জাতি শিক্ষা ক্ষেত্রে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। উন্নয়নের বদলে শিক্ষার মানের বরং অবনতি ঘটেছে। তিনি বলেন, জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের পর গত ২১ বছরে কোন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু শূন্য হাতে দায়িত্ব গ্রহণ করেও শিক্ষা বিস্তারে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ডঃ কুদরাত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশন তার সুপারিশও পেশ করে। সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দেশে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন নস্যাৎ করা হয়। তুলনামূলক পরিসংখ্যান উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুর সময়ে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ছিল ৪৫ঃ১, বর্তমানে এই আনুপাতিক হার হচ্ছে ৬০ঃ১।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শিক্ষা উপকরণের ব্যয় বেড়েছে এবং সবার জন্য শিক্ষার লম্বা লম্বা কথা স্রেফ কাগুজে, শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে জাতির গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে এবং অনৈতিক শিক্ষাও পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মাত্র তিন বছরের শাসনামলে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করেছিলেন এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখনও অশিক্ষিত এবং তাদের বেশীরভাগই মহিলা। তিনি বলেন তার সরকার দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা ও মহিলা ও মহিলা সমাজকে শিক্ষিত করে তুলতে অন্যান্য অবস্থা গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রধানমন্ত্রী সংক্ষিপ্ত সময়ে তার সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করে বলেন, নতুন নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান অবকাঠামো সম্প্রসারণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা মহান মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত ও পাঠ্যক্রম থেকে অনৈতিক অংশসমূহ বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পাশাপাশি বিদ্যালয় থেকে ড্রপ আউটের প্রবণতা রোধেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ শক্তিশালী, বিজ্ঞান ভিত্তিক ও কারিগরী শিক্ষা চাই।

প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন যে, তারা দেশ ও সমাজকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আরো অবদান রাখবেন।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেন, সময়ের চাহিদার আলোকে ও একটি স্বাধীন জাতির উপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩৩টি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫৪ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও ১২৬ জন মেধা ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে পদক বিতরণ করেন।